গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-বাংলাদেশের উন্নয়ন

জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২১

০৪ ডিসেম্বর ২০২১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২১' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য 'বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন - বাংলাদেশের উন্নয়ন' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বস্ত্র মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ খাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রশিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। শ্রমিক সাশ্রয়ী মেশিন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বস্ত্রখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পোশাক খাতের অগ্রগতিকে টেকসই করতে 'বস্ত্র নীতি ২০১৭', 'বস্ত্র আইন ২০১৮' এবং 'বস্ত্রশিল্প নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে 'পোষক কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রশিল্প ও বাজিং হাউজের উদ্যোক্তাগণকে নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এর পাশাপাশি বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে ০৮টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ ধরনের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। পরিবেশবান্ধব বস্ত্রশিল্প স্থাপন, বস্ত্রখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময়। ঢাকাই মসলিন ও জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁত, কুষ্টিয়ার খাদি, রাজশাহীর সিল্ক এবং মিরপুরের বেনারসি শিল্প আমাদের ইতিহ্যে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ সকল ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আবদুল হামিদ

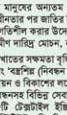

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৪ ডিসেম্বর 'বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-বাংলাদেশের উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যে দিবস 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় বস্ত্র দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনীতি শক্তিশালী করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার, বিশ্ববরেণ্য নেতা ও মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়নের লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পায়নের দেশের যাত্রা গড়ার পথে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ২০০৯-২০৪১ মেয়াদ কয়েকবার এবং বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্ত্রখাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনার কারণে এ খাত জাতীয় রপ্তানির ধারাকে করোনা ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রশিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্রখাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকল্প, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিল্প ক্লাস্টার কার্যক্রমের প্রসার, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এডভেনচারস্ অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বর্তমান সরকার 'বস্ত্র নীতি, ২০১৭', 'বস্ত্র আইন, ২০১৮' এবং 'বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১' প্রণয়ন করেছে। বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ ধরনের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বস্ত্রখাতের সমৃদ্ধি ও প্রীতিছিল লক্ষ্যে ১৭০ বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য ও বিশ্ববিখ্যাত ব্রান্ড ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধার করে হত গৌরব ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক ভাবনাসহ জন্য 'ঢাকাই মসলিন প্রজেক্ট' স্থাপন করা হচ্ছে।

সকলের সুষ্ঠুং সিঁড়িয়ানা ও পরিবর্তনকাজে কাজে লাগিয়ে টেকসই ও যুগোপযোগী বস্ত্রখাত তৈরির মাধ্যমে দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বস্ত্রখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২১' উদযাপন সফল ও সার্থক হবে এই কামনা করছি। এ ধরনের সুন্দর আয়োজনের জন্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মেরুদণ্ড বস্ত্রশিল্পের টেকসই উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সরকার ও উদ্যোক্তারা ৪ ডিসেম্বর, জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২১ উদযাপন করতে যাচ্ছে, যা বস্ত্রখাতের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আনন্দের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভাবিতপূর্ব অগ্রযাত্রায় বস্ত্রখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আধুনিকায়ন উন্নয়ন ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও বস্ত্রখাতের অবদান সর্বজনবিদিত।

তৈরি পোশাক ও বস্ত্রখাতকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষম পক্ষিশালী, নিরাপদ ও সুরক্ষিত খাতে গড়ে তুলতে সরকার নানা প্রচেষ্টা। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের 'পোষক কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তর কাজ করছে। বস্ত্রখাতের সার্বিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য 'বস্ত্র নীতি ২০১৭' ও 'বস্ত্র আইন ২০১৮' এবং 'বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। বস্ত্রখাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাশাপাশি নিরাপদ ও শ্রমিকবান্ধব বস্ত্র ও পোশাকখাত বিকশিত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিন্নায় অনুযায়ী বস্ত্রখাতের উপযোগী কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিগরি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে বস্ত্রশিল্পের বিশ্বায়নের পথে এগিয়ে নিতে এ মন্ত্রণালয় সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমি একজাতের বিশ্বাস করি, মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মী ও অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বস্ত্র দিবসের সকল কর্মসূচি সফল হবে। এ আয়োজনের সাথে জড়িত মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বস্ত্র প্রকৌশলী, বস্ত্র উদ্যোক্তাসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মো: আবুদুর রউফ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রস্তুতি

শিল্প বিপ্লব ও বস্ত্রশিল্প

আঠারো শতকের শেষদিকে ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশক্তির আবিষ্কার ও পর্যায় মুদ্রণকল শিল্পোপাদনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তা শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের বিস্তার, উৎপাদন ও ব্যবসায়ন বিপ্লেসনার বস্ত্রশিল্প ছিল সর্বাগ্রে। ক্রেমশ প্রয়াটের রাশীয় ইন্ডিয়ের উদ্ভাবন যন্ত্রচালিত তাঁত (Handloom) কে ইঞ্জিনচালিত তাঁত (Powerloom) দ্বারা প্রতিস্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় শতগুণ।

তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আধুনিক স্বাঁই যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মধ্যবর্তীতা দ্বারাই মেশিন টু মেশিন যোগাযোগ, পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং, বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণসহ সামগ্রিক অত্যাধুনিক অটোমেশন পদ্ধতি একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভব হিসে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে বস্ত্রশিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় অংশীজনের মধ্যে 'পোষক কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রস্তুতি কতটুকু তা বিশ্লেষণপূর্বক করণীয় চিহ্নিতকরণ এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন শিল্প বিপ্লব

কোনো শিল্প বিপ্লবই অকস্মাৎ ঘটে নাই, দীর্ঘদিনের বিজ্ঞান চর্চার উত্তুঙ্গযোগ্য অগ্রগতি, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রতিটি শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, বাণিজ্য বাজার সম্প্রসারণ, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, পুঁজির যোগান বৃদ্ধি ইত্যাদি শিল্প বিপ্লবসমূহ সংঘটনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রতিটি শিল্প বিপ্লবে বস্ত্রশিল্প ছিল অগ্রে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রশক্তির পর্যায়ে আসে ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে আর তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে বস্ত্রখাতের উন্নয়নের মূল ভূমিকায় ছিল যন্ত্রশক্তিসমূহে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব 'Industry 4.0' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণাটি ১ এপ্রিল ২০১৩ সালে জার্মানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটি মূলত ডিজিটাল বিপ্লব। ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কলকারখানাগুলোয় ব্যাপক হারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং যেগুলোর ব্যবহার এসেছে অনেক পরিবর্তন। আগের শিল্প বিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে অনেক কম জনবল দিয়েও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পণ্য উৎপাদন ও মানসিম্রয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনা দুপ্যমান।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোচিত প্রযুক্তিসমূহ

১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	৭. উন্নতমানের জিন প্রযুক্তি
২. ক্লাউড কম্পিউটিং	৮. বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক
৩. ইন্টারনেট অব থিংস	৯. হরিজন্টাল ও ভার্টিক্যাল সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন
৪. ব্লক চেইন প্রযুক্তি	১০. সাইবার সিকিউরিটি
৫. থ্রিডি প্রিন্টিং	১১. রোবোটিক্স।
৬. কোয়ান্টাম কম্পিউটিং	

বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লবের সূচনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র পরিণত করার লক্ষ্যে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় কাঁচামাল ও সস্পদ ব্যবহার করে প্রমথম শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা। তিনি পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ করে শক্তিশালী এবং প্রকিলদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ষাটের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় এবং সে সময় ক্রেতাদের চাহিদামত স্থানীয় দর্জিরা পোশাক তৈরি করতো এবং শিশুদের জামাকাপড় ও পুরুষদের পরিধানযোগ্য লোঙ্গিই ছিল মূলত তৈরি পোশাক শিল্পের অন্তঃস্থীণ বাজার। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে একটি রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৮১-৮২ সালে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১.১% অর্জিত হতো বস্ত্রখাত হতে। যা বর্তমান সরকারের আমলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৯৬ অর্থাৎ ৩১.৪৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপিতে বস্ত্রখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা থাকার পরও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বস্ত্র অধিদপ্তর

দেশের সর্ববৃহৎ ও স্ত্রানবনাময় এ বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্প দপ্তরের বস্ত্র উইং-কে আদালা করে বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন ও বস্ত্রশিল্পের জন্য জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) অধীনে বস্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টির পর হতে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের ব্যাপক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিসহ বেসরকারি খাতে বস্ত্রশিল্প কারখানার উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে সরকারি এক ঘোষণাবলে বস্ত্র পরিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে নন্ত করা হয় এবং পরিদপ্তরের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে বস্ত্র পরিদপ্তরের তখন থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধু বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমান সরকার পুনরায় বস্ত্রশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় তথা বস্ত্র পরিদপ্তরের নন্ত করে এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৫/০১/২০১৩ তারিখের বপাম/নীতি-১/৮৩/২০০৭/১৯৭ স্মারকের প্রেক্ষিতে বস্ত্র অধিদপ্তর ২৬/০৫/২০১৩ তারিখ হতে পুনরায় বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব পালন করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় বস্ত্রখাতের সার্বিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন বিষয় সুনির্দিষ্ট করে 'বস্ত্রনীতি ২০১৭' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বস্ত্রখাতের সুযোগসুবিধা, অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকল্প, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মাননিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক কারিকুলাম প্রসয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এডভেনচারস্ অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত 'বস্ত্র আইন ২০১৮' এবং 'বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে কারিগরি পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও নিগুণতকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বস্ত্র অধিদপ্তর পোষকের ভাজের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৮০৬ টি শিল্প কারখানা ও ৭৮৪ টি গার্মেন্ট হাউজ-এর নিবন্ধন প্রদান করেছে। ফলে এখানে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এক অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বস্ত্রখাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় বস্ত্র অধিদপ্তর

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতসহ সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এখন লক্ষণীয়। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক সব তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশের আমাদের খাতের পাশাপাশি বস্ত্রখাতও এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'এশিয়ান টাইগার' বলে পরিচিত পেয়েছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগামী বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের হাইটেক পার্কগুলো হবে আগামীদিনের সিলিকন ভ্যালি। এছাড়াও বর্তমান সরকার বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সারা বাংলাদেশে সকল ধরনের সুযোগসুবিধা সরকারে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় বস্ত্রশিল্প স্থাপনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের উদ্যোক্তাকে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে নির্ধারিত ছকের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বস্ত্র অধিদপ্তরের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে' অথবা অনলাইনে আবেদন জমা দিতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত দলিল পরানি যাচাই করে নাগরিক সনদে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা হয়।

বস্ত্র শিক্ষা কার্যক্রম

বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশে পাশাপাশি বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বস্ত্র অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করাই অন্যতম অন্যতম জরুরী। এক্ষেত্রে বস্ত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন বস্ত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে বস্ত্রের যথাক্রমে ৪১৬ জন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ৩৬১ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ৩৬৮৬ জন এসএসসি টেক্সটাইল (ভোকেশনাল) পাশ করে বের হচ্ছে এবং এই বস্ত্রশিল্পে বিভিন্ন সেক্টরে স্তোর পর্যায় হতে শুরু করে এক্সিকিউটিভ পর্যায়ে কর্মরত হচ্ছে এখানের দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এসকল বস্ত্র প্রযুক্তিবিদগণ আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, রোবটিক্স ও ন্যানোটেকনোলজির মেশিনারিজসমূহ সহজভাবে পরিচালনা করতে পারবে ফলে একদিকে যেমন বিদেশি টেকনিশিয়ানদের চাহিদা হ্রাস পাবে তেমনি নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেইদিক বিবেচনায় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় দেশীয় দক্ষ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরির বিষয়ে শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির কাজ করছে।

বস্ত্রখাতে বিভিন্ন স্তেতরে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯১১ সাল হতে ১৯২৯ সালের মধ্যে বর্তমানে ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র আকারে চালু করা হয় (যেগুলো পরবর্তীতে জামমান বস্ত্র বিদ্যালয়, জেলা বস্ত্র বিদ্যালয়, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়) এই ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে ঢাকার নারিন্দায় প্রতিষ্ঠানটি 'যোর পূর্ব নাম ছিল ব্রিটিশ স্কুল অব উইভিং (১৯২১-১৯৫৫) এবং পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (১৯৩৫-১৯৫৫) তেজগাঁও-এ ১৯৫৫ সালে স্থানান্তরিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টাতে ঐ পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এর জন্য তেজগাঁওতে জমি নিজ নেয়া সম্ভব হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুই নিজ হিসেবে নেয়া জমিটি স্বাভীতাবে বণ্যেবাজের ব্যবহা করেন। পরবর্তিতে ১৯৭৯ সালে এটি 'তেজগাঁও এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি' নামে নামকরণ করা হয় এবং তাতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। এরপর ২০১০ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এটিকে 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নীত করে এবং ২০